

মন্ত্রীর অনুষ্ঠান, তাই ৩২৩ বিদ্যালয়ে ছুটি।

শেষ পৃষ্ঠার পর বিদ্যালয়ের ২৫০ জন শিক্ষককে সুরক্ষিত ছুটি নিতে হয়েছে। তারা একযোগে ছুটি নেওয়া বিদ্যালয়গুলো আজ বন্ধ থাকবে।

পাথরঘাটা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. সগির হোসেন বলেন, আমাদের মানিক সভায় উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মন্ত্রী মহোদয়ের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সমিতির আরেক নেতা জানান, অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহে শিক্ষকপ্রতি ২০০ টাকা করে টাকা নিয়েছেন শিক্ষা কর্মকর্তা।

পাথরঘাটা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জাহিদ হোসেন ছুটির বিষয়টি স্বীকার করে প্রথম আলোকে বলেন, মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন ও মতবিনিময় সভা উপলক্ষে বিদ্যালয়গুলোতে সংরক্ষিত ছুটি দিয়ে বন্ধ রাখতে বলাই। অনুষ্ঠান বিকেল তিনটায়, তাহলে পুরো দিন বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশ কেন-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দূরের বিদ্যালয়ের

শিক্ষকেরা যতই সময়মতো সভায় যোগ দিতে পারেন, সে জন্য এটা করা হয়েছে।

বেতানী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সূত্র জানায়, মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে গত শনিবার বিকেলে বেতানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক প্রস্তুতি সভা হয়। সভায় মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে উপজেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত। শিক্ষকপ্রতি ২০০ টাকা টাকা ধার্য হয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সেলিম আহমেদ বলেন, আমরা সংরক্ষিত ছুটি নিয়ে লক্ষ্যবশত মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাথরঘাটার যাব।

বেতানী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ইলিয়াস আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, আমাদের বিভাগীয় মন্ত্রী আসবেন, তাই সেখানে যোগ নেওয়া আমাদের দায়িত্ব। এ জন্য আমি আমাদের (শিক্ষক) বলাই, আপনাদের যাওয়া উচিত। তবে কোনো ধরনের

চাপ বা নির্দেশ নেওয়া হয়নি। এটা নৈতিকতার পর্যায়ে পড়ে কি না-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ রকম অনেক নজির আরহে।

বামনা উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. শাহজাহান বলেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মহোদয়ের নির্দেশে আমরা বিদ্যালয় বন্ধ রেখে মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ জন্য শিক্ষকেরা সংরক্ষিত ছুটি নিয়েছেন। তবে আমরা কোনো টাকা তুলিনি।

তবে বিদ্যালয় বন্ধ রাখার নির্দেশের বিষয়টি অস্বীকার করে বামনা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সিদ্দিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আমি শিক্ষকদের ১২টা পর্যন্ত স্থান নিয়ে তারপর মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলাই।

এ ব্যাপারে বরগুনা-২ আসনের সরকারদলীয় সাংসদ গোলাম সফুর বলেন, আমি বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করার কোনো নির্দেশনা দিইনি। এটা সরকারি কর্মসূচি। সরকারি কর্মকর্তারা এটা ব্যাপারে ভুলো বদতে পারবেন।

মন্ত্রীর অনুষ্ঠান তাই ৩২৩ বিদ্যালয়ে ছুটি।

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরগুনা •

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অলিখিত নির্দেশ থাকায় বরগুনার তিনটি উপজেলার ৩২৩টি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত এক হাজার ৪৬৩ জন শিক্ষক একযোগে আজ বুধবার সংরক্ষিত ছুটি নিয়েছেন। আর সর্বাঙ্গী সব বিদ্যালয়ে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্ত্রী আফজালুল আযীন আজ ৩০ মে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় আসছেন। এখানে তিনি মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষাবিসয়ক এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেবেন।

অভিযোগ উঠেছে, মন্ত্রীর অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে যোগদানের বিষয়ে বরগুনার পাথরঘাটা, বেতানী ও বামনা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে নির্দেশ রয়েছে। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়েই শিক্ষকেরা ছুটি নেওয়া ও বিদ্যালয় বন্ধ রাখার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক প্রথম আলোকে বলেন, আমরা তো চাকরি করি। তাই সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমাদের চাপতে হয়। কিন্তু চাকরিজীবনে এমন নজির কোনো দিন দেখিনি। সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) বরগুনা জেলা সভাপতি রাহিয়া বেগম এ বিষয়ে বলেন, সংরক্ষিত ছুটি নেওয়াটা বৈধ অধিকার। কিন্তু তার উপলক্ষ এমন হওয়াটা নৈতিকতার মধ্যে পড়ে বলে মনে হয় না, যা প্রশংসিত ডা কখনো সুন্দর ও নৈতিক হতে পারে না।

তিন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেল তিনটায় পাথরঘাটা উপজেলা পরিষদ মাঠে 'মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মন্ত্রী আফজালুল আযীন প্রধান অতিথি। সভায় বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে তিন উপজেলার সব সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অলিখিত নির্দেশ দিয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারা। ফলে বেতানী উপজেলার ১২৩টি বিদ্যালয়ের ৫৯৩ জন শিক্ষক, পাথরঘাটা উপজেলার ১৪২টি বিদ্যালয়ের ৬২০ জন শিক্ষক এবং বামনা উপজেলার ৫৭টি এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫